পূজ্যপাদ ৺ললিতকুমার

[শ্রীকৃষ্ণধন দে এম্, এ, বিদ্যানিধি, কবিশেখর]

(১)

যারা জানে তুমি বিদ্যা-বিভব, অতুল জ্ঞানের খনি
বঙ্গবাণীর ছিলে তুমি ভূষা, অপরূপ শিরোমণি,
যারা জানে তুমি হাস্য-রসিক বাঙ্গালীর চির-প্রিয়
আপন তুলনা আপনিই তুমি ললিত, বন্দনীয় ;
তারা শুধু হায় ! চিনেছিল তব বাহিরের কিছু যত,
জানিত না তব অন্তর টুকু মধুময় ছিল কত !

(২)

দাবানলে যা'র পুড়ে হো'ল খাক্ পুষ্পিত চারু শাখা
কে জানিত সেই মহীরুহ-বুকে ছিল যে অমৃত ঢাকা !
কে জানিত হায় ! তপ্ত মরুর অন্তরে ছিল নদী
স্নিগ্ধ মধুর নির্ম্মল ধারা বহে যেত নিরবধি !
চির-সহাস্য চির-প্রোজ্জ্বল হে বিরাট্, রমণীয়,
আপন্ন তুলনা আপনিই তুমি ললিত, বন্দনীয় ।

(৩)

সেক্ষপীরের ব্যাখ্যাতা তুমি, বঙ্কিম-পথে আলো,
অধ্যাপনার গভীর গুহায় জানি তুমি দীপ জ্বালো,
তুমি জ্ঞানবীর, বঙ্গ-বাণীর তুমি প্রিয় সন্তান
অশ্রু-সজল আঁখিদুটী মা'র করে তব সন্ধান !
সাত্বিক তুমি, নৈষ্ঠিক তুমি, তুমি চির বরণীয়
আপন তুলনা আপনিই তুমি ললিত, বন্দনীয় ।

(৪)

"বুনো রমানাথ" ত্যাগের স্বরূপ যে দেশে প্রচার করে,
স্বর্ণের রাশি দূরে ফেলি শুধু চিরদারিদ্র বরে,
সেই দেশে তুমি লভেছ জনম, সেই ত্যাগ-অধিকারী,
কোটীপতি চেয়ে গৌরব তব, সে কি ভুলিবারে পারি ?
ভিতরে বাহিরে ব্রাহ্মণ তুমি, অন্তর মহনীয়
আপন তুলনা আপনিই তুমি ললিত, বন্দনীয়।

(৫)

হে অমর, আজি তব ভালে জ্বলে মরণ জয়ের টীকা,
তোমারি আহুতি বাণী-মন্দিরে জ্বেলেছে যজ্ঞ শিখা ;
তোমারি আত্মা স্নেহাশীষ দেয় লক্ষ ছাত্র-শিরে,
তোমারি স্মৃতির গৌরব-ব্যথা আকাশে বাতাসে ফিরে !
ওগো বাঙ্গালার হৃদয়ের মণি, হে চির-স্মরণীয়
আপন তুলনা আপনিই তুমি ললিত, বন্দনীয় !